টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 11th Aug. 1971 | ১৩শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর মহকুমার বন্যার খবর

জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্যা বেশ কয় দিন হয়ে গেল। কিন্তু এখনও সব গ্রাম জলের তলায়। গ্রাম বাংলার চারিদিকে কেবল জল আর জল। মাঝে মাঝে ঘরের চালে, বাঁশের মাচায় লোক দেখা যাচ্ছে। ওখানেই তারা কোন প্রকারে জীবনধারণ করছে। বন্যার জলে নানা ধরণের বিষাক্ত সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর ফলে সাপের কামড়ে লোক মরবে সন্দেহ নেই। গত ৬ই আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ থানার পানানগর গ্রামের ছয় বছর বয়সের একটা ছেলে বন্যার জলে ডুবে মারা গিয়েছে। মিঠিপুর অঞ্চলের বন্যার্ত্তদের জি আর মাথা পিছু ৪ কেজি গম দেওয়া হচ্ছে কিন্তু উক্ত অঞ্চলের লোকদের অভিযোগ, যে স্থানে গম দেওয়া হয় সেখানে যেতে গেলে অনেকটা পথ জল ভেঙে যেতে হয়। মেয়েদের পক্ষে যাওয়া খুব অসুবিধা। এমন স্থানে জি আর বিলি করা হ'ক যাতে সকলে নিয়ে আনতে পারে। রেল কর্ত্তৃপক্ষ রেল লাইন করার জন্য মিঠিপুর থেকে বড়শিমূল পর্যন্ত মাটি ফেলে উঁচু করে পুল আকারের যেটা করেছিল সেটা এখন বাঁধের কাজ করছে। ওখানে এখন প্রায় আট হাত জল দাঁড়িয়ে আছে। ঐ স্থান যদি কোন প্রকারে ভেঙে যায় তবে সাহাজাদপুর, বড়শিমূল, রামপুরা, জোতকমল, তেঘরী, ছোটকালিয়ায় প্রভৃতি গ্রাম ভেসে যাবে। যে সব স্থান এখনও বন্যায় ডুবে নি সেগুলোও ডুবে যাবে। উক্ত গ্রামসমূহের লোকেরা অশান্তিতে ও ভয়ে দিনযাপন করছে। এদিকে রাণীনগর, দফরপুর, রাজানগর, খোষালপুর, সুজাপুর, আইলেরউপর প্রভৃতি গ্রামসমূহের অধিকাংশ জলমগ্ন। প্রায় গ্রামের মাটির দেওয়ালিয়া ঘরগুলো ভূমিসাৎ হয়েছে। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অনেক রাস্তা জলের তলায়। মিউনিসিপ্যালিটির উভয় পারের ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড ডুবে যাওয়ায় নৌকা ভাড়া করে ময়লা ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যায় মহকুমা শহরের আশেপাশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। দলে দলে বন্যাপীড়িত মানুষ তাদের যৎকিঞ্চিৎ সম্বল নিয়ে শহর-গ্রামের স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিচ্ছে। জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালের রোগীদের জেলা সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ—ফরাক্কা রাস্তায় একহাঁটু জল। ধুলিয়ান শহরে, অরঙ্গাবাদে গঙ্গার ভাঙন দেখা দিয়েছে। সুতী থানা, ব্লক অফিস, আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভাঙনের মুখ থেকে রক্ষা করার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিকে গঙ্গার জল দিনের দিন বেড়েই চলেছে।

কেরারী আসামী গ্রেপ্তার

গত ৮ই আগষ্ট রাত্রি ১০টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার হাতীবান্ধা গ্রামের ডাঃ আসরাফ হোসেনের (হীরু) বাড়ীতে প্রায় ১৮ জনের এক সশস্ত্র ডাকাত-দল প্রবেশ করে। সেই সময় ডাঃ হোসেন বাড়ীতে বসে কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। ডাকাতদের কয়েকজন এসে ডাঃ হোসেনের মুখ চেপে ধরে ও অন্যদের ছোরা দ্বারা আঘাত করে। ফলে একজন আহত হন। তাঁরা চিৎকার করতে থাকেন। সেই সময় উক্ত বাড়ীর একজন বন্দুকের পর পর কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করেন। বন্দুকের আওয়াজে গ্রামের বহুলোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। লোকজন দেখে ডাকাতেরা পালিয়ে যায়। ডাকাত দলের সর্দার লুৎফল সেখ ধরা পড়ে যায়। তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে থানায় নিয়ে আসা হয়। মারের চোটে লুৎফলের কাছ থেকে জানতে পারা যায়, সে পশই, বহড়া ও সাগরদীঘি থানার বিভিন্ন স্থানের ডাকাতিতে ছিল। তার বাড়ী লালগোলা থানার চণ্ডীপুর গ্রামে। সে তার দলের কয়েকজনের নাম ও ঠিকানা বলে দেয়। উল্লেখ্য এই লুৎফল সেখ ১৯৬৮ সালে ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জঙ্গিপুর কোর্ট থেকে জামিনে খালাস থাকা অবস্থায় পালিয়ে যায়।

বন্যাক্লিষ্ট জনসাধারণের পাশে দাঁড়ান

মুক্তহস্তে তাদের সাহায্য করুন

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ এবারের বন্যা ॥

ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় বন্যার ভয়াবহতার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে ভয়ঙ্করী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির স্মৃতি এখনও লোকের মনে রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়িলেও বন্যানিবারণের জন্য আশানুরূপ কাজ আমরা দেখিতে পাই নাই। এবারের বন্যা তেমন ব্যাপক আকারে দেখা না দিলেও উল্লেখিত দুইটি জেলার চরম সর্বনাশ করিয়াছে। আবার মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা মালদহ জেলার ক্ষতি বেশী। সেখানে ছয়-সাত লক্ষ লোক বন্যা কবলিত হইয়া দুর্গতির চরম সীমায় আসিয়াছেন। সম্পত্তি, ঘরবাড়ী এবং ফসল বিনষ্ট। প্রাণহানির সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। গৃহপালিত পশুদের দুর্দশা অবর্ণনীয়। তাহাদের মৃত্যুর জন্য খতিয়ান থাকে না। তবে ইহারা মরিয়া মানুষের কষ্টকে যে বাড়াইয়া তুলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী ও জঙ্গিপুর মহকুমা বন্যায় চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এবারে আউস ধান ও পাটের ফলন খুবই আশাপ্রদ হইয়াছিল। আউস ধান বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন ফলন দেখায় নাই। চাষীর আনন্দের সীমা ছিল না। কিন্তু ধান পুষ্ট হইবার পূর্বেই বন্যার প্লাবনে জলের তলায় চলিয়া গেল, হাজার হাজার চাষীর আশার সম্বল জলে পচিয়া গেল। গবাদি পশুর মুখের আহার গেল। মানুষ প্রাণ লইয়া যত্রতত্র আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটিয়াছে। খাটিয়া খাওয়া মানুষের দল ঘরবাড়ী বাঁচাইতে পারিল না; পারিল না নিজের নিজের লাঙল, ঢেঁকি, কাস্তে, কুড়ুল রক্ষা করিতে। সব ফেলিয়া, সব ছাড়িয়া বিভিন্ন বিদ্যালয় ভবনে এবং অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছে। বাংলাদেশের শরণার্থীর ভীড়ে এই রাজ্য যেভাবে বিপন্ন, বন্যাক্লিষ্টদের আগমন গোদের উপর বিষফোঁড়া বিশেষ।

জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জঙ্গিপুর-কৃষ্ণপুর-জিয়াগঞ্জ-বহরমপুর রাস্তায় বাস চলাচলে অসুবিধার জন্য বন্ধ হইয়াছে। সেকেন্দরা, মিঠিপুর, গিরিয়া প্রভৃতি স্থানসমূহে পদ্মা ও ভাগীরথী এক হইয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুর সদর মহকুমা হাসপাতাল মাঠে থৈ থৈ জল। কোয়ার্টার্সে জল ঢুকিয়াছে। জলের মধ্য হইতে হাসপাতাল গৃহগুলি উঠিয়াছে যেন। হাসপাতাল মাঠে ডাক্তার, নার্স, ষ্টাফদের লইয়া নৌকা চলাচল করিতেছে। দুইখানি নৌকা এখানে বিভিন্ন কর্মীদের পারাপারের ডাকে হিমশিম খাইতেছে। বহু রোগীকে জেলা হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাগলা নদী ও বাঁশ নদী গঙ্গা-ভাগীরথীর উন্মত্ততার সামিল হইয়াছে। মহকুমার সুতী, সমসেরগঞ্জ, ফারাক্কা ও রঘুনাথগঞ্জ বন্যার প্রকোপে চরম দুর্দশায় পড়িয়াছে। এই শহরের নিম্নাঞ্চলের ঘরবাড়িগুলি সব জলের তলায়। জমির ফসলের কথা না তোলাই ভাল। সরকারী রিলিফ দেওয়া হইতেছে মাথাপিছু জি আর ৪ কেজি গম, চাষীদের গ্রুপ লোন, প্রয়োজন বিধায় গৃহনির্মাণ ঋণ। অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরের ব্যবস্থা হইলেও তাহা বাংলাদেশ হইতে আগত শরণার্থীদের জন্য অপ্রচুর হওয়ায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বন্যার্তদের থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বন্যা যে বিপর্যয় লইয়া আসে, তাহার অনুষঙ্গী কম মারাত্মক নহে; তাই কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ যাহাতে মহামারী আকার লইতে না পারে তাহার দিকে এখনই সরকারী দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।

মালদহ ও মুর্শিদাবাদে বন্যার প্রকোপ মূলতঃ গঙ্গা ও ভাগীরথীর জন্যই। পলি পড়িয়া গঙ্গাগর্ভ ক্রমশঃ অগভীর হইতেছে; তাই তাহার জল বহন ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে। অল্প জলস্ফীতি হইলেই বন্যা দেখা দিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাগীরথীর ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। ভাগীরথী নদীগর্ভে এমনভাবে পলি পড়িয়াছে যে অচিরে ইহা মজিয়া যাইতে পারে। অথবা জলবহন ক্ষমতা কম হওয়ায় অল্পেই প্লাবন আনিতে পারে। ফরাক্কায় ফীডার ক্যানেল সম্পূর্ণ কর্মক্ষম না হওয়ায় গঙ্গার জলপ্রবাহ মালদহ ও মুর্শিদাবাদে এই বিপর্যয় আনিয়াছে। না হইয়াছে গঙ্গার দুইতীর উঁচু করার ব্যবস্থা; না হইয়াছে ভাগীরথী-গর্ভের পলি সরাইবার ব্যবস্থা। শুনা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার এই বাবদে টাকা বরাদ্দ করিলেও কাজ হয় নাই। ইহা কাহার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়, জনগণ নিশ্চয়ই তাহা জানিবার দাবী করিতে পারেন। সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া সরকারী সদিচ্ছার ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। কাজের কাজ না হইলে তাহার প্রতিবিধান করাও একটি সরকারী কর্তব্য।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত ৬ই আগষ্ট রাত্রিতে সমসেরগঞ্জ থানার পার লালপুর গ্রামের ছকু সেখকে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা খুন করা হয়। খবরে প্রকাশ, ছকু সেখ উক্ত গ্রামে বাথান পাহারা দিত। বন্যায় ঐ সব অঞ্চল ভেসে যাওয়ায় সে মাচানে থাকত। বাথানটি লুঠ করার জন্য দুর্বৃত্তরা আসলে ছকু সেখ তাদের বাধা দেয় ফলে দুর্বৃত্ত কর্তৃক সে খুন হয়। তাকে মাচানে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা যায়। পুলিশ সন্দেহবশতঃ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

অদ্ভুত কাণ্ড

সম্প্রতি ফরাক্কা থানার পাক দেওনাপুর গ্রামের ধনাই সেখকে মৃত অবস্থায় উক্ত গ্রামের জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে পাওয়া যায়। বাড়ীর লোকজনেরা চীৎকার করে লোক ডাকে ও বলে যে ধনাই সেখ তাদের বাড়ীতে ডাকাতি করিতে এসেছিল। আমরা নিজের আত্মরক্ষার জন্য তাকে মারধোর করি ফলে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে কোন ব্যক্তিগত কারণে ধনাই সেখকে খুন করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার পূর্বেই আসামীরা গা ঢাকা দেয়।

সুতী থানা স্থানান্তরিত

গঙ্গার জল দিনের দিন বেড়ে যাওয়ায় সুতী থানার ২৫।৩০ হাতের মধ্যে গঙ্গার জল চলে এসেছে সেই কারণে গত ৫ই আগষ্ট থেকে অরঙ্গাবাদ শহরে সুতী থানা স্থানান্তরিত হয়েছে।

আমার দেখা সেই মানুষটি

—অবনীকুমার রায়

সে অনেক দিন আগেকার কথা।

গবুদা (শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ গুপ্ত) র বিয়েতে বরযাত্রী চ'লেছি আমরা জঙ্গিপুর স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও অন্যান্য অনেকে।

উদ্দেশ্য,—শুধু বিয়ের আনন্দ ও ভোজনে অংশ গ্রহণ করা নয়; উদ্দেশ্য,—পরের পয়সায় শান্তিনিকেতন দর্শন।

বিবাহ বাসর সুপুর। শান্তিনিকেতন ওখান থেকে প্রায় চার মাইল রাস্তা।

আমরা কজন (শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বড়াল, শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও এই অধম) যুক্তি ক'র্লাম,—বিয়ের পরদিন খুব ভোরে চুপিসারে বেরিয়ে প'ড়্বো। আর সবাই যাবেন বিভিন্ন দলে।

ভোর হ'তেই বেরিয়ে পড়া গেলো।

শান্তিনিকেতন পৌঁচালাম প্রায় সাত টায়। ঘুরে ফিরে দেখ্লাম অনেক কিছু। দেখ্লাম,—মুক্ত আকাশের তলে আম্রকুঞ্জে অধ্যাপনার ব্যবস্থা—গুরুদেবের অনাড়ম্বর শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম পরিকল্পনা।

শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন; কেউ কেউ বা পুষ্পচয়নে ব্যস্ত। তাঁদেরই একজনকে জিজ্ঞেস ক'র্লাম,—'এখানে আর কি দেখ্বার আছে?'

—'যান, চিত্রগৃহে ছবির প্রদর্শনী দেখে আসুন। এখন খোলা আছে। ঐ তো ঐ দিকে।'

এগিয়ে গেলাম সেইদিকে।

স্নিগ্ধ রৌদ্রোৎভাসিত সুন্দর সকাল। শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশ। গাছে গাছে পাখীর কাকলি।

এগিয়ে গেলাম। দেখ্লাম,—চিত্রগৃহের দক্ষিণের বারান্দায় রোদের দিকে মুখ ক'রে একখানা শান্তিনিকেতনী বেঁতের চেয়ারে ব'সে ছবি আঁক্ছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন দুটি মেয়ে তুলিরঙ হাতে নিয়ে।

আমাদের দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে ভদ্রলোক আবার ছবি আঁক্তে আরম্ভ ক'র্লেন নিবিষ্ট মনে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরাও তাঁর ছবি আঁকা দেখ্লাম।

বিশেষ কিছু বুঝ্তে পার্লাম না। শুধু দেখ্লাম রঙের খেলা। ভিতরে গিয়ে ছবির প্রদর্শনী দেখ্লাম কিছুক্ষণ। সেখানেও প্রায় ঐ অবস্থা। ছবির রস গ্রহণ কর্বার্ বিশেষ ক্ষমতা যে আমার নেই তা স্বীকার ক'র্ছি।

চিত্রগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে আবার তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবার কিন্তু তিনি আমাদের লক্ষ্য ক'র্লেন না। —একমনে ছবি এঁকে চ'লেছেন।

কিছুক্ষণ পর পাশে দাঁড়ানো মেয়েদের জিজ্ঞেস ক'র্লেন—'কি রে, কেমন দেখ্ছিস?'

—খুব সুন্দর। কিন্তু (ছবির একটা জায়গা দেখিয়ে) গাছের এই ডালটায় একটা পাখী ব'সে থাক্লে বোধহয় আরো ভালো দেখাতো।'

—'হুঁ'। চুপ ক'রে থাক্লেন কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে।

রঙতুলি নিয়ে গাছের ডালটাতে একটা পাখী এঁকে দিলেন।

—'কি? এবার হ'য়েছে তো?'

—'বাঃ, কী সুন্দর!'

ফিরে এলাম আমরা। কৌতূহল জাগলো লোকটি কে জান্বার জন্যে।

একটু দূরে অন্য একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস ক'র্লাম,—'উনি কে?'

—'ওঁকে চেনেন না? উনি অবনীন্দ্রনাথ।'

—'অ্যাঃ।' কি আশ্চর্য। উনিই বিশ্ববিখ্যাত চিত্র শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখান থেকেই মনে মনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে আমরা এগিয়ে চ'ল্লাম সুপুরের দিকে।

সেদিনের এই ঘটনাটা আমরণ জাগরুক থাক্বে মনের মণিকোঠায়।

ঝড় এলো ঐ.....

—নিমাই সাহা

আকাশটা ভীষণ গম্ভীর
অভিমানী বাতাস থমথমে।
অন্তর্দ্বন্দ্ব—
প্রচণ্ড আক্রোসে ফেটে পড়বে।
পাখীরা সন্ত্রস্ত,
খোলা আকাশে চল্তেও গা ছম্ছম্

আবহাওয়াবিদ্দের ব্যারোমিটারের লেবল উঠছে।
রেডিওটা সবাইকে সাবধান করে দেয় হঠাৎ,
বিশেষ আবহাওয়া-পূর্বাভাষ
এক বিরাট ঘূর্ণিঝড়
পশ্চিমবাংলা হয়ে ভারতের দিকে আসছে।
সাধারণে জানলো
ঝড় এলো ঐ.....।

জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্যা হয়েছে কি ?

এই মহকুমার প্রায় ৮০ খানা গ্রাম যখন ভীষণ প্লাবনে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন আকাশবাণী নীরব। অথচ ১৯৬৯ সালের বন্যা থেকেও এবার ২ ফুটের বেশী খাড়া জল বেড়েছে। সরকারী প্রচারযন্ত্র নীরব বলে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে দুর্গতরা কোন সাহায্য পাচ্ছেন না। এদিকে বিহারের বন্যা নিয়ে প্রচারের ঢক্কা-নিনাদ। পশ্চিমবঙ্গ কি বানে ভেসে যাবে ?

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা—১৯৭১

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা আগামী নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। জানা গিয়াছে যে পূর্ববর্ত্তী বৎসরে যে সমস্ত পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল মোটামুটিভাবে তাহা অব্যাহত থাকিবে, উপরন্তু কয়েকটি নূতন পরীক্ষাকেন্দ্র চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ছাত্র পিছু একটাকা হারে পরীক্ষার ফী এবং পরীক্ষার্থীর বিবরণী নিজ নিজ সার্কেল অফিসে আগামী ৩১শে আগষ্টের মধ্যে প্রধান শিক্ষকগণকে জমা দিতে হইবে। প্রাথমিক এবং নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদিগকে এই পরীক্ষায় বসিতে হইবে।

বোমা তৈরীর উপকরণ উদ্ধার

গত ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যায় বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ রঘুনাথগঞ্জ তুলসী-বিহার বাড়ীর বৃন্দাবনবিহারীর মন্দির খানাতল্লাসী করে ঠাকুরের বেদীর নীচ থেকে বোমা তৈরীর প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করে। তাহলে কি স্বয়ং ঠাকুর বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে নিজের আত্মরক্ষার জন্য বোমা তৈরী করছিলেন !

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

'রাজ্য-রাজনীতি'তে শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত প্রশ্ন রেখেছেন—'পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যার সমাধান কোন্ পথে ?'

—জাহান্নামের পথে।

* * *

ইয়াহিয়া খাঁ যেন যুদ্ধের জন্য হুমকি না দেন, সেজন্যেই সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ গ্রোমিকোর ভারত সফর—একজন সরকারী মুখপাত্র ধারণা করেন।

উপযুক্ত পাত্র, তাই মুখ খুলেছেন। কূটনৈতিক চিন্তা কী পরিষ্কার !

* * *

সুরমাওয়ালা নামে বোম্বাইয়ের এক আহত ভিখারীর ঝুলিতে সাড়ে চার হাজার টাকা আর ট্যাঁকে আগের আটশো রূপোর টাকা পাওয়া গিয়াছে।

—বোম্বাই কা ডাকু না সুরমা সুরুৎ ?

* * *

'অজয়-ধাড়াপন্থী বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা নেই'—সংবাদ।

—একতাল থেকে চৌতাল, পরিশেষে ঝাঁপতাল।

* * *

মারডেকা ফুটবলে ভারত ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৩-১ গোলে হেরেছে। ডে-day কা মার !

* * *

উইলিয়ম সিগ্যাল, ক্যাপ্টেন কস্টো প্রমুখ স্থপতি গবেষণা করছেন সমুদ্রে জলের তলায় বাড়ি তৈরী করে মানুষের বসবাস চলে কিনা।

—এত কষ্ট কেন ?

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ঘড়ি ছিনতাই

গত ৭ই আগষ্ট রাত্রিতে গণকর ষ্টেশনের কাছে ৩৪৫নং আপ হাওড়া বারহারোয়া ট্রেণের একজন যাত্রীর কাছ থেকে ঘড়ি ছিনতাই করে দুর্বৃত্তরা চেন টেনে নেমে পরে। ঘটনার সময় রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন কিছু করেনি বলে জানা গেল।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চিত্র সমালোচনা ঃ

॥ এখনই ॥

চিত্র পিপাসু বিদগ্ধ দর্শকমন যে কয়েকজন প্রথম সারির চিত্র পরিচালকের চিত্রের অপেক্ষা করে থাকেন তপন সিংহ তাঁদের একজন। এবারে তপনবাবু উপহার দিয়েছেন "এখনই"। "এখনই" দেখার পর বাস্তবতার আস্বাদন স্মৃতি রোমন্থন বড় সুন্দর। সমগ্র চিত্রে নিখুঁত পরিচালন, অপূর্ব সংলাপ ও চরিত্র সৃজন এবং আজকের ১৯৭১ এর বাস্তববোধ অপূর্ব। কিন্তু প্রগতি পিপাসা এতে মেটে না তাই কিছু আলোচনার প্রয়াস।

'এখনই'—কাহিনী—রমাপদ চৌধুরী, কিন্তু চিত্রের 'এখনই' তপনবাবুর সৃজন যা একান্তই নিজস্ব—তার দাবী করতে গিয়েও শেষাংশে 'বাদল সরকারের' 'এবং ইন্দ্রজিৎ' এর প্রভাব এড়াতে পারে যদিও নি দুইটি নাট্যের বক্তব্য মূলতঃ পৃথক।

চিত্রের 'এখনই'-এর চরিত্র চিত্রায়ন ও পরিচালন বারবার মনে দাগ কাটে। ভোলা যায় না টুকরো টুকরো বেশ কিছু সংলাপ। সংলাপ সৃষ্টি ও তার যথাযথ প্রয়োগ প্রমাণ করে তপনবাবুর মুন্সীয়ানা। স্মরণ করতে ইচ্ছে হয় কিছু সংলাপ—

(১) ……"বাবা, আজ দাংগা হবে না?"

(২) ……"রাস্তায় বেরোলে আজকাল কাউকেই চিনতে পারি না………"

(৩) ……"এইভাবে তিল তিল করে মারার চেয়ে একেবারে মেরে ফেলুক না………"

(৪) ……"আমাকে মারছেন কেন, আমি তো এতবড় একটা বিরাট Machinery 'র ক্ষুদ্র একটি Nut মাত্র………"

(৫)……"আজকের পৃথিবীতে তোর ছেলেকে পর মনে করে লাভ কী?…… .."

(৬)……"মনের মধ্যে একটি ছোট্ট দেরাজ আছে, তাতে সব সময় চাবি দিয়ে রাখি তাই যখন খুলি তখন মনে হয় প্রেম চন্দনের মত ঠাণ্ডা……"

(৭) ……"আমরা সব গাছপালার মত দাঁড়িয়ে আছি—সব ফালতু… …"

ভোলা যায় না অভিনেতা চিন্ময় রায়ের Universal Intellectualism এর রূপক চরিত্র চিত্রায়ন এবং নিঃসন্দেহে তা' তপনবাবুরই সৃষ্টি। অবাক হতে হয় অরুণের মায়ের মৃত্যুর সময়ের শোকসন্তপ্ত দৃশ্য প্রদর্শনের পরিমিতি।

বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয় সুজিতের Interview এর দৃশ্যে, শম্ভুর Interview এর দৃশ্যে।

বিপ্লবচেতনা আসে অতীনের শেষ সংলাপে—"……চাকরি করা ছাড়া আর কি কিছুই করার নেই? এটাকে একটা Challenge হিসাবে নিতে পারিস না? সমাজের জঞ্জাল দূর করব—প্রয়োজন হলে গোটা সমাজের চেহারাটাই বদলে দেব।" মন অনেক প্রশ্নমুখী হয়ে ওঠে চিত্রের সর্বশেষ পরিণতি একটি বিরাট "?"—দেখার পর। তপনবাবু Successful হয়েছেন। তিনি যা চেয়েছিলেন তাই পরিবেশন করতে পেরেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে—অত্যন্ত সুচারুরূপে। ১৯৭১ এর সমাজজীবনের চেহারা পরিস্ফুটন করেছেন তিনি। সম্পূর্ণ সমাজজীবন এটা নয় কারণ তাঁর এ চিত্রে সর্বহারাদের কোন ভূমিকা নেই। যাঁদের আছে তাঁরা মূলতঃ মধ্যবিত্ত—কেউ কেউ উচ্চ মধ্যবিত্ত। তাই তো দেখি অরুণ আপাতঃ দৃষ্টিতে নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের মনে হলেও তার বাড়ীতে Phone রয়েছে। সর্বহারা বা শ্রমিক শ্রেণীর উত্তরণ চেতনা তপনবাবুর নেই তাই দেখা যাই "টিকলু"-র বাবা "পুরোপুরি তিনটে Generation ই কি মিস্ত্রী হয়ে থাকবে?" নেশার ঝোঁকে এ প্রশ্ন রাখলেও টিকলু স্নাতক হওয়ার পর মিস্ত্রীই হয়েছে। এবং এই শ্রমিক লাইনকে সম্মানজনক প্রতিপন্ন করার মত কোন সংলাপও সংযোজিত হয় নি।

সমাজজীবনের সমাধানের পথ নির্দেশ তপনবাবু করতে চান নি—তাই অতীন—শম্ভুকে নিয়ে গ্রামে চলে যাওয়ার সময় ছবিকে তিনি শেষ করেন নি—আরো বাড়িয়েছেন—শেষাংশে…… "আমরা সকলে এক লক্ষ্যবিহীন অনিশ্চয়তার পথে চলছি" যা নিঃসন্দেহে "এবং ইন্দ্রজিতে" র বিকৃত অনুসরণ। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' বলতে চেয়েছে…(১)……"আমাদের তীর্থ কোথায় জানি না…আছে শুধু যাত্রা—তাই তীর্থযাত্রা।"

(২) "চূর্ণ পৃথিবী এখনো অপরাজিত………"

(৩) "সিসিফাসের প্রেতাত্মার মত একটাই পাথর আমরা টেনে টেনে পাহাড়ে তুলছি গড়িয়ে পড়ে যাবে জেনেও।" 'এবং ইন্দ্রজিৎ' বলতে চেয়েছে……

"ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে……অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ।"

কাজেই বক্তব্য মূলতঃ পৃথক। তাই এ অনুসরণ বৃথা। "এখনই" কে প্রগতিশীল করে তোলার ইচ্ছে তপনবাবুর ছিল না তাই এ চিত্রকে তিনি পুরোপুরি বাস্তবধর্মী করে তুলেছেন। যাই বাস্তব তাই Aesthetic হবে এমন কোন কথা নেই। বরং যার মাঝে পথনির্দেশ থাকবে (তা Experimental Stage অতিক্রম না করেও থাকতে পারে) তা নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল। বাস্তববাদী চিত্রও প্রগতিশীল হওয়া

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

উল্টা পুরাণ

॥ চিন্তামণি বাচস্পতি ॥

শূন্য উদরে পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতেছিলাম। কখন নিদ্রা আসিয়াছেন টের পাই নাই। দিন দুপুরে কৃপা করিয়া দাদাঠাকুর স্বপ্নে দর্শন দিলেন। পাকা গোঁফের নীচে বাঁধানো দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছেন। আমার ঘোর কাটিবার আগেই তিনি বলিলেন—'আমার আদেশে তুই উল্টা পুরাণ রচনা কর।' আমি!? অভয় দিয়া তিনি জানাইলেন তাঁহার কৃপায় সকলি সম্ভব হইবে, কোন চিন্তার কারণ নাই।

তাঁহার নগ্ন পদ স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু হাত নড়াইতে পারিলাম না তিনি মৃদু হাস্যে আমার লেখনীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাঁহার বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি আমার লেখনীতে ঠেকাইয়া দিলেন।

হঠাৎ বজ্রনাদে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি চারিদিক মেঘে আচ্ছন্ন, বৃষ্টি পড়িতেছে, বাজ গর্জাইতেছে।

পাশেই আমার খাতা কলম পড়িয়াছিল। কলম হাতে লইতেই কেমন যেন একটি শিহরণ অনুভব করিলাম। কি লিখব কিছুই ভাবিতে হইল না। কলমে আপনি লেখা আসিল। তৎক্ষণাৎ যাহা লেখা হইল তাহা এখানে প্রকাশ করিতেছি।

'কথার খেলা না কথার ঠেলা'

যে স্বাধীনতার সুখ!!
যে স্বাধীন তার সুখ।

জনগণনা কি শেষ?
জনগণ না কি শেষ!

বল্‌বি মুখে গরিবী হঠাও।
বল বিমুখে গরিবী হঠাও।

ছল না করে রাজ্য চালাও।
ছলনা করে রাজ্য চালাও।

সংবিধান সংশোধন।
সং বিধান, সং শোধন।

নির্বাচনটা কার জন্য?
নির্বাচন টাকার জন্য।

দেশকে বল দাও।
দেশ! কেবল দাও।

যথা সময়ে স্বীকৃতি দেয়া হবে।
যথা—সময়ে স্বীকৃতি দে আহবে।

'আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী'

ওপারেতে	জঙ্গীশাহী	নিপাত	যাক,
এপারেতে	মিলিটারী	বাহাল	থাক।
ওপারেতে	গণতন্ত্রে	কায়েম	করো,
এপারেতে	গণতন্ত্রে	ঠেঙ্গিয়ে	মারো।
ওপারেতে	জনগণ	লড়ছে	ভালো,
এপারেতে	জনগণ	মজিয়ে	তোলো।
ওপারেতে	তাঁবেদারি	মানব	নাক,
এপারেতে	তাঁবেদারি	অটুট	থাক।
ওপারের	আন্দোলন	সাবাস,	বাহা,
এপারের	আন্দোলন?	দমাও	তাহা।

এই প্রকারের অফুরন্ত উল্টা পুরাণ গদ্যেপদ্যে কলমের মুখে উদ্‌গীর্ণ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

ভক্তিভরে উল্টা পুরাণ পাঠ করিলে সকল প্রকার বিঘ্ন দূর হয় এবং নিদ্রা একেবারে কাছে ঘেঁষিতে পারে না।

যাঁহারা ডাকাইতের শুভাগমন প্রতীক্ষায় নিশি জাগরণ করিতে চাহেন, উল্টা পুরাণ তাঁহাদের নিত্য পাঠ্য।

চিত্র সমালোচনা 'এখনই'

৫ম পৃষ্ঠার পর

সম্ভব যদি তা পুরোপুরি বাস্তবধর্মী হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের চেহারা প্রদর্শনের পাশাপাশি আজকের সর্বহারাদের প্রদর্শন করতে পারলে তপনবাবুকে প্রগতিশীল বলা যেতে পারতো। তাঁর কাছে তাই তো আশা করব। ১৯৭১ এ সমাজজীবনের সর্বস্তরে পরিবর্তন এসেছে—রাজনৈতিকতার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। এর মাঝে আজকের ভারতীয় সমাজ কতটা gain আর কতটা loss করছে তাই নিয়ে তপনবাবু ছবি করুন নিরপেক্ষভাবে। তবেই তাঁকে বলব প্রগতিশীল পরিচালক, প্রকৃত বুদ্ধিজীবী এবং চিত্র বিপ্লবী।

—শু. চ.